ব্যাকরণ ও নির্মিতি

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ — **সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই**

ব্যাকরণ

ভাষা

প্রশ্ন ১. ভাষা বলতে কী বোঝ?
উত্তর : মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ যেসব অর্থপূর্ণ ধ্বনি উচ্চারণ করে, সেগুলোকে একত্রে ভাষা বলে।

প্রশ্ন ২. বাংলা ভাষা কাকে বলে?
উত্তর : বাঙালিরা যে ভাষায় কথা বলে তাকে বাংলা ভাষা বলে।

প্রশ্ন ৩. বাংলা ভাষার কয়টি রূপ ও কী কী?
উত্তর : বাংলা ভাষার দুটি রূপ। যথা– ক. কথ্যরূপ ও খ. লেখ্যরূপ।

প্রশ্ন ৪. বাংলা ভাষার রীতি কয়টি ও কী কী?
উত্তর : বাংলা ভাষার রীতি দুটি। যথা– ক. সাধুরীতি ও খ. চলিতরীতি। এছাড়া ভাষার আরও একটি রীতি আছে যাকে আঞ্চলিক রীতি বলে।

প্রশ্ন ৫. সাধু ও চলিত ভাষা কাকে বলে?
উত্তর : সাধু ভাষা : বাংলা ভাষায় নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, কৃত্রিম ও মার্জিত যে গদ্যরূপ ব্যবহৃত হয় তাকে সাধু ভাষা বলে।
চলিত ভাষা : দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মানুষের মুখের কথার মার্জিত রূপকে চলিত ভাষা বলে।

ব্যাকরণ

প্রশ্ন ১. ব্যাকরণ কাকে বলে?
উত্তর : যে বই পড়লে কোনো ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় তাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।

প্রশ্ন ২. বাংলা ব্যাকরণ কাকে বলে?
উত্তর : যে বই পড়লে বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

ধ্বনি

প্রশ্ন ১. ধ্বনি কাকে বলে?
উত্তর : শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে ধ্বনি বলে। যেমন–
বই = ব্ + অ + ই, কলম = ক্ + অ + ল্ + অ + ম্।
এখানে, ব্, অ, ই, ক্, ল্, ম্ ইত্যাদি ধ্বনি।

প্রশ্ন ২. ধ্বনি কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : ধ্বনি দুই প্রকার। যথা– ক. স্বরধ্বনি ও খ. ব্যঞ্জনধ্বনি।

প্রশ্ন ৩. স্বরধ্বনি কাকে বলে?
উত্তর : যেসব ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস মুখের কোথাও বাধা পায় না সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে। যেমন– অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৪. ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে?
উত্তর : যেসব ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস মুখের কোথাও না কোথাও বাধা পায় সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন– ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।

বর্ণ

প্রশ্ন ১. বর্ণ কাকে বলে?
উত্তর : ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলে। যেমন– অ, আ, ক, খ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ২. বর্ণমালা কাকে বলে?
উত্তর : ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণসমূহকে একত্রে বর্ণমালা বলে। বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশটি বর্ণ আছে।

প্রশ্ন ৩. বাংলা ভাষার বর্ণগুলো কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : বাংলা ভাষায় বর্ণসমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক. স্বরবর্ণ ও খ. ব্যঞ্জনবর্ণ।

প্রশ্ন ৪. স্বরবর্ণ কাকে বলে? স্বরবর্ণের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : স্বরধ্বনির লিখিত রূপকে স্বরবর্ণ বলে। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের সংখ্যা এগারোটি। যথা–

অ	আ	ই	ঈ		
উ	ঊ	ঋ			
এ	ঐ	ও	ঔ		

প্রশ্ন ৫. ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে? ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কতটি এবং কী কী?
উত্তর : ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত রূপকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা উনচল্লিশটি। যথা–

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল		
শ	ষ	স	হ	
ড়	ঢ়	য়		
ৎ	ং	ঃ	ঁ	

বাংলা

প্রশ্ন ৬. যুক্তবর্ণ বিভাজন করে শব্দ গঠন কর।

উত্তর :

ক্ত	ক + ত	রক্ত, সিক্ত, শক্তি, যুক্ত
ক্ল	ক + ল	ক্লাস, ক্লান্ত, ক্লেশ
ক্র	ক + র	শুক্রবার, ক্রয়
ক্ক	ক + ক	মক্কা, অক্কা, ছক্কা
ক্ষ্ম	ক + ষ + ম (ম) ফলা	লক্ষ্মীপূজা, লক্ষ্মণ, যক্ষ্মা
ক্ষু	ক + ষ + উ (ু)-কার	ক্ষুদ্র, ক্ষুব্ধ, ক্ষুধা
ক্ষ	ক + ষ	অক্ষ, অক্ষর, শিক্ষার্থী
গ্র	গ + র (্র) ফলা	অগ্রজ, গ্রাম, গ্রীষ্ম
জ্ঞ	জ + ঞ	বিজ্ঞানী, বিজ্ঞপ্তি, জ্ঞানী
ঙ্গ	ঙ + গ	জঙ্গল, অঙ্গ, মঙ্গল
ঙ্খ	ঙ + খ	শৃঙ্খলা, ময়ূরপঙ্খি
চ্ছ	চ + ছ	স্বচ্ছ, কচ্ছপ, আচ্ছা, ইচ্ছা
ঞ্চ	ঞ + চ	অঞ্চল, চঞ্চল, বঞ্চনা
ট্ট	ট + ট	ভুট্টা, চট্টগ্রাম, ছোট্ট
ণ্ট	ণ + ট	ঘণ্টা, বণ্টন, মুড়িঘণ্ট
ণ্ঠ	ণ + ঠ	সুকণ্ঠ, উপকণ্ঠ, উৎকণ্ঠা
ণ্ড	ণ + ড	দণ্ড, খণ্ড, প্রচণ্ড
ত্ম	ত + ম	আত্মত্যাগ, আত্মীয়, আত্মা
ত্ত	ত + ত	পত্তর, উত্তম, উত্তর
ত্থ	ত + থ	থত্থর, উত্থান, থুত্থুড়ে
র্থ	র + থ	অর্থ, প্রার্থী, শিক্ষার্থী,
দ্ব	দ + ব	দ্বিতীয়, দ্বীপ, দ্বার
র্দ	র + দ	পর্দা, সোহরাওয়ার্দী, দুর্দশা
দ্ধ	দ + ধ	বৃদ্ধ, যুদ্ধ, শুদ্ধ
দ্ম	দ + ম	পদ্মা, পদ্ম, ছদ্মবেশী
র্ধ	র + ধ	সংবর্ধনা, বর্ধিত
ধ্ব	ধ + ব	ধ্বনি, ধ্বংস, বিধ্বস্ত
ন্ধ্য	ন + ধ + য (্য) ফলা	সন্ধ্যা, বিন্ধ্য, বন্ধ্যা
ন্ত্র	ন + ত + র (্র) ফলা	যন্ত্র, মন্ত্র, গণতন্ত্র
ন্তু	ন + ত + (ু) উ-কার	কিন্তু, জন্তু, তন্তু
ন্ম	ন + ম	জন্ম, তন্ময়, চিন্ময়
ন্ধু	ন + ধ + (ু) উ-কার	বঙ্গবন্ধু, ধুন্ধুমার, সিন্ধু
ন্ধ	ন + ধ	বন্ধু, অন্ধ, বন্ধ
ন্দ	ন + দ	সুন্দর, ছন্দ, আনন্দ
ন্ত	ন + ত	সিদ্ধান্ত, শান্ত, দুরন্ত
ন্ন	ন + ন	বিভিন্ন, ছিন্ন, ভিন্ন
প্ত	প + ত	লুপ্ত, গুপ্ত, বিজ্ঞপ্তি,
ব্ব	ব + ব	চব্বিশ, তিব্বত, মুরব্বি
ম্ম	ম + ম	সম্মত, সম্মান, আম্মা
ম্প	ম + প	লম্পট, কম্পন, সম্পত্তি
ম্ব	ম + ব	ডিসেম্বর, লম্বা, সম্বল
ল্ল	ল + ল	উল্লাস, চুল্লি, কেল্লা
ল্প	ল + প	অল্প, পরিকল্পনা, গল্প
শ্ব	শ + ব	বলেশ্বর, বিশ্ব, অশ্ব
ষ্ট	ষ + ট	নষ্ট, কষ্ট, বৃষ্টি
ষ্ক	ষ + ক	শুষ্ক, পরিষ্কার, আবিষ্কার
ষ্ম	ষ + ম	ভীষ্ম, উষ্ম, গ্রীষ্মকাল
ষ্ঠ	ষ + ঠ	নিষ্ঠা, বলিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠ
ষ্ট্র	ষ + ট + ্র (র-ফলা)	লোষ্ট্র, উষ্ট্র, রাষ্ট্র
স্ত	স + ত	শাস্তি, অস্ত, সস্তা
স্ট	স + ট	স্টল, স্টেশন, পোস্টার
স্ক	স + ক	স্কুল, পুরস্কার, তিরস্কার
হ্ম	হ + ম	ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম

শব্দ

প্রশ্ন ১. শব্দ কাকে বলে?

উত্তর : কতকগুলো ধ্বনি বা বর্ণ একসাথে মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলে। যেমন–

ক্ + অ + ল্ + অ + ম্ = কলম

ন্ + অ + দ্ + ঈ = নদী

ম্ + আ + থ্ + আ = মাথা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ২. উৎস অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : উৎস অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ পাঁচ প্রকার। যথা– ক. তৎসম, খ. অর্ধ-তৎসম, গ. তদ্ভব, ঘ. দেশি ও ঙ. বিদেশি।

বাক্য

প্রশ্ন ১. বাক্য কাকে বলে?

উত্তর : এক বা একাধিক শব্দ একত্রে মনের একটি ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে। যেমন– যাবে? আমি যাই। সে খেলতে গিয়েছে।

প্রশ্ন ২. গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : গঠন অনুসারে বাক্য সাধারণত তিন প্রকার। যথা– ক. সরল বাক্য, খ. জটিল বাক্য ও গ. যৌগিক বাক্য।

প্রশ্ন ৩. বাক্য গঠনে কয়টি শর্ত পালন করতে হয়?

উত্তর : একটি সার্থক বাক্য গঠন করতে তিনটি শর্ত পালন করতে হয়। যথা— ক. আকাঙ্ক্ষা, খ. আসত্তি ও গ. যোগ্যতা।

প্রশ্ন ৪. অর্থ অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : অর্থ অনুসারে বাক্য পাঁচ প্রকার। যথা—

ক. বিবৃতিমূলক বাক্য, খ. প্রশ্নসূচক বাক্য, গ. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য, ঘ. ইচ্ছাসূচক বা আদেশবাচক বাক্য, ঙ. আবেগ বা বিস্ময়সূচক বাক্য।

পদ

প্রশ্ন ১. পদ কাকে বলে? পদ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : পদ : বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে।

পদের প্রকারভেদ : বাংলা ভাষায় পদ পাঁচ প্রকার। যথা—

ক. বিশেষ্য, খ. বিশেষণ, গ. সর্বনাম, ঘ. অব্যয় ও ঙ. ক্রিয়া।

প্রশ্ন ২. সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও : বিশেষ্য পদ, বিশেষণ পদ, সর্বনাম পদ, অব্যয় পদ, ক্রিয়া পদ।

উত্তর : বিশেষ্য পদ বা নামপদ : যে পদ দ্বারা কোনোকিছুর নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বা নামপদ বলে।

উদাহরণ : জামান, বই, লবণ, পাহাড় ইত্যাদি।

বিশেষণ : যে পদ দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা ও পরিমাণ বোঝায় তাকে বিশেষণ পদ বলে।

উদাহরণ : সুন্দর, কালো, ভালো, মন্দ ইত্যাদি।

সর্বনাম পদ : যে পদ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বসে তাকে সর্বনাম পদ বলে।

উদাহরণ : আমি, তুমি, সে, তারা, আমরা ইত্যাদি।

অব্যয় পদ : যে পদের কোনো ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে। যেমন— ও, এবং, তবু, কিংবা ইত্যাদি।

ক্রিয়া পদ : যে পদ দ্বারা কোনোকিছু করা, হওয়া, খাওয়া, যাওয়া ইত্যাদি কাজ বোঝায় তাকে ক্রিয়া পদ বলে।

উদাহরণ : কর, করবে, খাও, খাবে, যাও, যাবে, পড়, পড়বে ইত্যাদি।

সন্ধি

প্রশ্ন ১. সন্ধি কাকে বলে?

উত্তর : সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে।

প্রশ্ন ২. সন্ধি কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : সন্ধি প্রধানত দুই প্রকার; যথা—

ক. খাঁটি বাংলা সন্ধি ও খ. তৎসম সন্ধি।

খাঁটি বাংলা সন্ধি দুই প্রকার; যথা—

ক. স্বরসন্ধি ও খ. ব্যঞ্জনসন্ধি।

তৎসম সন্ধি তিন প্রকার। যথা—

ক. স্বরসন্ধি, খ. ব্যঞ্জনসন্ধি ও গ. বিসর্গসন্ধি।

প্রশ্ন ৩. স্বরসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর : স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন—

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় [আ + আ = আ]

রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র [ই + ই = ঈ]

জীব + অণু = জীবাণু [অ + অ = আ]

প্রশ্ন ৪. ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর : ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

ব্যঞ্জনসন্ধি নিম্নোক্তভাবে সাধিত হয়—

ক. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি — পরি + ছদ = পরিচ্ছদ

খ. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি — দিক্ + অন্ত = দিগন্ত

গ. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি — উৎ + নতি = উন্নতি

প্রশ্ন ৫. সন্ধির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

উত্তর : সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অনেক। যেমন—

ক. বাক্যকে শ্রুতিমধুর করে।

খ. উচ্চারণকে সহজ করে।

গ. বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে।

ঘ. নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে।

সন্ধি বিচ্ছেদের কতিপয় উদাহরণ :

বিদ্যালয়	=	বিদ্যা + আলয়	ঢাকেশ্বরী	=	ঢাকা + ঈশ্বরী
রবীন্দ্র	=	রবি + ইন্দ্র	নরাধম	=	নর + অধম
সিংহাসন	=	সিংহ + আসন	জীবাণু	=	জীব + অণু
দিগন্ত	=	দিক্ + অন্ত	অতীত	=	অতি + ইত
পরীক্ষা	=	পরি + ঈক্ষা	প্রতিচ্ছবি	=	প্রতি + ছবি
নায়ক	=	নৈ + অক	উল্লাস	=	উৎ + লাস
নয়ন	=	নে + অন	উজ্জ্বল	=	উৎ + জ্বল
সংবাদ	=	সম্ + বাদ	মুক্ত	=	মুচ্ + ত
সূর্যোদয়	=	সূর্য + উদয়	সংসার	=	সম্ + সার
মহেশ	=	মহা + ঈশ	সংশয়	=	সম্ + শয়

বচন

প্রশ্ন ১. বচন কাকে বলে?

উত্তর : যা দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা বোঝায় তাকে বচন বলে। যেমন—

কলমটি এদিকে দাও।

বইগুলো নিয়ে যাও।

এখানে কলমটি, বইগুলো দিয়ে সংখ্যার ধারণা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ২. বচন কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর : বচন দুই প্রকার। যথা—

ক. একবচন ও খ. বহুবচন।

প্রশ্ন ৩. একবচন ও বহুবচন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর : একবচন : যে শব্দ দ্বারা একজন ব্যক্তি বা একটি বস্তু বোঝায় তাকে একবচন বলে।

উদাহরণ : বইটি, পাখিটি, একটি বিড়াল, কলমটি ইত্যাদি।

বহুবচন : যে শব্দ দ্বারা একের বেশি ব্যক্তি বা বস্তু বোঝায় তাকে বহুবচন বলে।

উদাহরণ : বইগুলো, পাখিগুলো, দুটি বিড়াল, কলমগুলো ইত্যাদি।

একবচন ও বহুবচনের কতিপয় উদাহরণ :

একবচন	বহুবচন
আমি	আমরা
তুমি	তোমরা
লোক	লোকেরা
তার	তাদের
আপনি	আপনারা
কুকুর	কুকুরগুলো
ফুল	ফুলদল
মাছ	মাছগুলো
ফল	ফলগুলো
বালিকা	বালিকারা

একবচন	বহুবচন
শিক্ষক	শিক্ষকগণ
আপনার	আপনাদের
সুধী	সুধীবৃন্দ
সে	তারা
তিনি	তাঁরা
ছাত্র	ছাত্ররা
বই	বইগুলো
আমার	আমাদের
তোর	তোদের
শিক্ষক	শিক্ষকমণ্ডলী

লিঙ্গ

প্রশ্ন ১. লিঙ্গ কাকে বলে?

উত্তর : লিঙ্গ কথাটির অর্থ চিহ্ন বা লক্ষণ। যে শব্দ বা চিহ্ন দিয়ে পুরুষ, স্ত্রী বা পুরুষ-স্ত্রী উভয়ই বা অপ্রাণিবাচক কোনো পদার্থকে বোঝায় তাকে লিঙ্গ বলে।

প্রশ্ন ২. লিঙ্গের প্রকারভেদ সংজ্ঞাসহ লেখ।

উত্তর : বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গ চার প্রকার। যথা–

ক. পুংলিঙ্গ, খ. স্ত্রীলিঙ্গ, গ. উভয় লিঙ্গ এবং ঘ. ক্লীবলিঙ্গ।

ক. **পুংলিঙ্গ :** যে শব্দ দ্বারা পুরুষ বা পুরুষ জাতি বোঝায় তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যেমন– বাবা, দাদা, বালক, ছেলে, শিক্ষক ইত্যাদি।

খ. **স্ত্রীলিঙ্গ :** যে শব্দ দ্বারা স্ত্রী বা স্ত্রী জাতি বোঝায় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন– মা, দাদি, বালিকা, মেয়ে, শিক্ষিকা ইত্যাদি।

গ. **উভয় লিঙ্গ :** যে শব্দ দ্বারা স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ই বোঝায় তাকে উভয় লিঙ্গ বলে। যেমন– শিশু, সন্তান ইত্যাদি।

ঘ. **ক্লীবলিঙ্গ :** যে শব্দ দ্বারা স্ত্রী বা পুরুষ কোনোটাই না বুঝিয়ে অপ্রাণিবাচক কোনো পদার্থকে বোঝায় তাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন– বই, খাতা, ঘর, বাড়ি, পাথর, পাহাড় ইত্যাদি।

লিঙ্গের কতিপয় উদাহরণ :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাদা	দাদি
নানা	নানি
বাবা	মা
চাচা	চাচি
ছাত্র	ছাত্রী
মামা	মামি
ভাই	বোন/ভাবি
ভাগনে/ভাগ্নে	ভাগনি/ভাগ্নি

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
জেলে	জেলেনি
রাজা	রানি
বালক	বালিকা
পাঠক	পাঠিকা
মালী	মালিনী
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী
শিক্ষক	শিক্ষিকা
বন্ধু	বান্ধবী

বিপরীত শব্দ

বিপরীত শব্দ লেখ :

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
অলস	পরিশ্রমী
আগে	পরে
আপন	পর
আসা	যাওয়া
আলো	আঁধার/ছায়া
আনন্দ	নিরানন্দ/বেদনা
অল্প	বেশি
আত্মীয়	অনাত্মীয়
আকাশ	পাতাল
উত্তর	দক্ষিণ
কল্যাণ	অকল্যাণ
কঠিন	কোমল
কাজ	অকাজ
কষ্ট	সুখ
খুশি	অখুশি/রাগ
গাঁয়ে	শহরে
গ্রাম	শহর
ঘন	পাতলা
ছোটো	বড়ো
জাগা	ঘুমানো
জোরে	আস্তে
জীবন	মরণ
জানা	অজানা
জয়	পরাজয়
জন্ম	মৃত্যু
ঠান্ডা	উত্তপ্ত/গরম
তাজা	বাসি
দোষ	গুণ/নির্দোষ
দূর	কাছে/নিকট
দিন	রাত
দয়া	নির্দয়তা/নিষ্ঠুরতা
দৃঢ়	কোমল
ধনী	গরিব
ধীরে	দ্রুত
দয়ালু	নির্দয়
না	হ্যাঁ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
নতুন	পুরাতন
পরিষ্কার	নোংরা/অপরিষ্কার
পুব/পূর্ব	পশ্চিম
ফুল	ফল
বিজয়ী	পরাজিত
বাঁচা	মরা
বেশি	কম
বাধ্য	অবাধ্য
বিশাল	ক্ষুদ্র
ব্যয়	আয়
বাবা	মা
বুদ্ধিমান	বোকা
ভাঙা	গড়া
ভালো	মন্দ
ভয়	সাহস/নির্ভয়
ভেতর	বাহির
ভরাট	খালি
ভালোবাসা	ঘৃণা
ভোর	সন্ধ্যে
মনিব	দাস
মুক্ত	বন্ধ/বন্দি/রুদ্ধ
মধুময়	বিষাদময়
মানুষ	অমানুষ
যত্ন	অযত্ন/অবহেলা
রাত	দিন
লোভ	নির্লোভ
শান্তি	অশান্তি
শীতল	উষ্ণ
শক্তি	দুর্বল, নিস্তেজ
শুরু	শেষ
শাস্তি	ক্ষমা
সত্য	মিথ্যা
সকাল	বিকাল
সাদা	কালো
সুন্দর	কুৎসিত
সোজা	বাঁকা
সম্ভব	অসম্ভব
সুখী	দুঃখী
সাহসী	ভীতু
সামনে	পেছনে
হাসি	কান্না

সমার্থক শব্দ

সমার্থক শব্দ লেখ :

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
অতিথি	মেহমান, আগন্তুক
অন্ধকার	আঁধার, তিমির
আগুন	অগ্নি, পাবক, বহ্নি
আদেশ	আজ্ঞা, হুকুম
আলো	রশ্মি, কিরণ
আকাশ	গগন, অম্বর
আমল	সময়, যুগ
আনন্দ	খুশি, হর্ষ, প্রফুল্ল
কাজল	অঞ্জন, কজ্জল
কথা	উক্তি, বচন
খবর	সংবাদ, তথ্য, সন্দেশ, বার্তা
গাঁ	গ্রাম, পল্লি
গাছ	বৃক্ষ, তরু
ঘোড়া	অশ্ব, বাজি
ঘুম	নিদ্রা, তন্দ্রা
চাঁদ	চন্দ্র, শশী
জগৎ	পৃথিবী, দুনিয়া
ছেলে	তনয়, পুত্র
ঠোঁট	ওষ্ঠ, অধর
তীর	পাড়, কূল
দিন	দিবা, দিবস
দুঃখ	বিষাদ, খেদ, কষ্ট
নদী	তটিনী, প্রবাহিণী
পাহাড়	গিরি, ভূধর, অচল
পাতা	পত্র, পল্লব
পাখি	পক্ষী, বিহঙ্গ
পানি	জল, বারি
ফুল	পুষ্প, কুসুম
বন	অরণ্য, বনানী
বাড়ি	গৃহ, নিবাস
বন্ধু	মিত্র, সখা
বৃষ্টি	বাদল, বর্ষা
ভোর	প্রাতঃকাল, প্রত্যুষ
ভয়	ডর, ভীতি
ভাই	ভ্রাতা, সহোদর

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
মা	মাতা, জননী
মাটি	মৃত্তিকা, মৃৎ
মাথা	মস্তক, মুণ্ড
রাত	নিশি, রাত্রি
রাজা	নৃপতি, বাদশাহ, দেশশাসক
রক্ত	শোণিত, রুধির
রাঙা	লাল, রাতুল
শখ	ইচ্ছা, অভিলাষ, পছন্দ
শেষ	সমাপ্তি, অন্তিম
সকাল	প্রভাত, উষা
সূর্য	রবি, সবিতা
সাপ	সর্প, নাগ
সহপাঠী	সতীর্থ, শ্রেণিবন্ধু
হাত	পাণি, হস্ত

এক কথায় প্রকাশ

এক কথায় প্রকাশ কর :

অনেক স্রোত আছে যার — খরস্রোতা।

আড়াল থেকে দেখা — উঁকি দেওয়া।

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া — হিজরত।

তিমি জাতীয় জলজ প্রাণী — ডলফিন।

ধাতুর তৈরি পয়সা — মুদ্রা।

দালানের উঁচু চূড়া — মিনার।

নদীতে তৈরি হওয়া বালুময় ভূমি — চর।

দাবি আদায়ের জন্য উঁচু গলায় আওয়াজ — স্লোগান।

দুনিয়া জুড়ে সুনাম আছে এমন — বিশ্বখ্যাত।

শিশুদের খেলার ও ঘোরার জায়গা — শিশুপার্ক।

বিশেষ ব্যক্তির কবর — মাজার।

নলের মতো লম্বা ঘাস — নলখাগড়া।

বড়ো কাগজে লেখা বিজ্ঞপ্তি — পোস্টার।

যিনি আজান দেন — মুয়াজ্জিন।

যার মা-বাবা নেই — এতিম।

যার দয়া আছে — দয়ালু।

যিনি দান করে — দানশীল।

যার দুঃখ আছে — দুঃখী।

লেখার ছোটো খাতা — নোটবুক।

বাগ্‌ধারা

বাগ্‌ধারা লেখ :

অন্ধকার দেখা (বিপদে দিশেহারা হওয়া) — পিতার মৃত্যুতে ছেলেটি দুচোখে অন্ধকার দেখতে লাগল।

অন্ধের যষ্টি বা নড়ি (একমাত্র অবলম্বন) — বৃদ্ধার অন্ধের যষ্টি (নড়ি) ছেলেটিও আজ মারা গেল।

অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া) — বিষাক্ত খাবার খেয়েই কুকুরটি অক্কা পেল।

আলালের ঘরের দুলাল (অতিশয় আদুরে) — তোমার মতো আলালের ঘরের দুলালকে দিয়ে এ কাজ হবে না।

আষাঢ়ে গল্প (মিথ্যা কাহিনি) — তার কথা বিশ্বাস করলে ঠকবে, সে আষাঢ়ে গল্পে ওস্তাদ।

আকাশ কুসুম (অলীক বস্তু) — বসে বসে আকাশ কুসুম না ভেবে কোমর বেঁধে কাজে লেগে যাও।

আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি) — এতটুকু ছেলের কথা শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।

আক্কেল সেলামি (বোকামির দণ্ড) — ট্রেনের টিকিট না কেটে আমাকে পাঁচশত টাকা আক্কেল সেলামি দিতে হলো।

ইঁচড়ে পাকা (অকাল পক্ব) — আজকাল ইঁচড়ে পাকা ছেলেরা গুরুজনদের মানতেই চায় না।

ঈদের চাঁদ (আকাঙ্ক্ষিত কাউকে কাছে পাওয়া) — হারানো ছেলেকে কাছে পেয়ে মা যেন ঈদের চাঁদ হাতে পেলেন।

এলাহি কাণ্ড (বিরাট ব্যাপার) — ধনীর একমাত্র ছেলের বিয়ে, এলাহি কাণ্ড তো হবেই।

কান পাতলা (অস্থিরমনা) — তার মতো কান পাতলা লোকের কাছে এ কথা বোলো না।

গুড়ে বালি (আশায় নিরাশা) — বসে বসে ভাবছ, না পড়ে পরীক্ষায় পাস করবে; সেই গুড়ে বালি।

টক্কর দেওয়া (পাল্লা দেওয়া) — ধনীদের সাথে টক্কর দিতে গেলে গরিবের সব হারাতে হয়।

ঠোঁটকাটা (স্পষ্ট বক্তা) — রহিম ঠোঁটকাটা বলেই করিমের মুখের ওপর এমন কথা বলতে পেরেছে।

ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু) — তোমার যে দেখাই পাওয়া যায় না, ডুমুরের ফুল হয়ে গেলে নাকি?

দুধের মাছি (সুদিনের বন্ধু) — যখন টাকা ছিল তখন দুধের মাছির অভাব হয়নি।

ননীর পুতুল (শ্রমকাতর) — তুমি তো দেখছি ননীর পুতুল, একটু ঠান্ডা সহ্য করতে পার না।

বাঘের দুধ (দুষ্প্রাপ্য বস্তু) — টাকা হলে বাঘের দুধও মেলে।

বুকের পাটা (সাহস) — ছেলেটির বয়স কম হলে কী হবে, বুকের পাটা তো কম নয়।

হাত টান (চুরির অভ্যাস) — সাবধান! লোকটির কিন্তু হাত টানের অভ্যাস আছে।

পত্র/দরখাস্ত লেখ।

পত্র

১. পরীক্ষার ফল জানিয়ে তোমার পিতার কাছে একটি চিঠি লেখ।

উত্তর :

৩০. ১২. ২০২৪
রাজবাড়ী

প্রিয় বাবা,
আমার সালাম নিও। আজ আমাদের পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। আমি প্রথম স্থান অধিকার করে তৃতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছ। আমাকে দামি উপহার দেওয়ার কথা ছিল, মনে আছে তো? তুমি নিজে নিয়ে আসবে। আমাদের ক্লাস শুরু হবে ৪ জানুয়ারি থেকে। বাবা, তুমি আমার জন্য দোয়া করো। আর তুমি ভালো থেকো।

ইতি–
তোমার স্নেহের
রূপসী

ডাকটিকেট	
প্রেরক রূপসী সদর রোড রাজবাড়ী	**প্রাপক** সজল আহমেদ গ্রাম : ..... ডাকঘর :..... থানা :..... জেলা : .....

২. একটি গ্রামের বর্ণনা দিয়ে শহুরে বন্ধুকে পত্র লেখ।

উত্তর :

২৬. ০৪. ২০২৪
সাঘাটা

প্রিয় অনিল,
শুভেচ্ছা নিও। তুমি আমার গ্রাম সম্পর্কে জানতে চেয়েছ, তাই লিখছি। আমাদের গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর। গ্রামটি খুব সুন্দর। এখানকার সবুজ ফসলের মাঠ আর খাল-বিল দেখে তোমার মন ভরে যাবে। গ্রামের মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তা। রাস্তার দুপাশে ঘরবাড়ি। এই গ্রামে কৃষক, শ্রমিক, চাকরিজীবী লোকজন বসবাস করে। গ্রামের মানুষ খুব সহজ-সরল, স্নেহপ্রবণ। আমগাছ, জামগাছ, বাঁশঝাড় দিয়ে ঘেরা প্রতিটি বাড়ি। আমার গ্রামে আসার জন্য তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ভালো থেকো। চিঠির উত্তর দিও।

ইতি
তোমার বন্ধু
সানাউল

ডাকটিকেট	
প্রেরক সানাউল সাঘাটা গাইবান্ধা	**প্রাপক** অনিল বাসা নং :..... ডাকঘর :..... থানা :..... জেলা : .....

৩. চিড়িয়াখানা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে তোমার কোনো আত্মীয়কে একটি চিঠি লেখ।

উত্তর :

১৩. ০৪. ২০২৪
রংপুর

প্রিয় আয়িশা,
শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। গতকাল আব্বা-আম্মার সাথে আমি, সাদিয়া ও শাওন রংপুর চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। চিড়িয়াখানায় ঢুকতেই প্রথমে পড়ে বাঁদরের খাঁচা। বাঁদরের বাঁদরামিতে আমরা খুব মজা পেয়েছিলাম। পাশের চিত্রা হরিণের খাঁচায় গিয়েও খুব আনন্দ পেয়েছি। বাঘের খাঁচায় সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার সগৌরবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশাল খাঁচায় ময়ূর তার পেখম ছড়িয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। এছাড়া কুমির, ঘড়িয়াল ও জলহস্তীও আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। সবকিছু দেখার পর অনেক আনন্দ নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। আজ এখানেই শেষ করছি।

ইতি–
তোমার বোন
সাদিয়া

ডাকটিকেট	
প্রেরক সাদিয়া জুম্মাপাড়া রংপুর	**প্রাপক** আয়িশা গ্রাম : ..... ডাকঘর :..... থানা :..... জেলা : .....

৪. তোমার কোনো বন্ধুর মাতৃবিয়োগে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে একখানা চিঠি লেখ।

উত্তর :

১২. ০৬. ২০২৪
বগুড়া

প্রিয় নয়ন,
আমার ভালোবাসা ও সমবেদনা রইল। গতকাল পত্র পেয়ে তোমার মাতৃবিয়োগের কথা জেনে খুবই মর্মাহত হয়েছি।
নয়ন, তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। তোমার মা যে তোমার কত বড়ো আশ্রয় ছিল, সেটা আমি জানি। কিন্তু কী করা যাবে বল! সবাইকেই তো একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। দুদিন আগে আর পরে। কাজেই দুঃখ না করে মায়ের আত্মার শান্তির জন্য সৎ ও মহৎ কর্ম কর। তাহলেই তিনি শান্তি পাবেন। আল্লাহ তোমার সহায় হবেন।
দোয়া করি তোমার আম্মা জান্নাতবাসী হোন। তোমাদের বাড়ির সবাইকে আমার সালাম ও সমবেদনা জানিও।

ইতি–
তোমার বন্ধু
দৃষ্টি

ডাকটিকেট	
প্রেরক দৃষ্টি ঝাউতলা বগুড়া	**প্রাপক** নয়ন গ্রাম : ..... ডাকঘর :..... থানা :..... জেলা : .....

৫. রাজারবাগ জাদুঘরের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখ।

উত্তর :

১০. ১১. ২০২৪
কুমিল্লা

প্রিয় জান্নাত

আমার সালাম নিও। আশা করি ভালো আছ। তুমি জেনে থাকবে ১৯৭১ সালে রাজারবাগে বাংলাদেশের পুলিশরা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই স্মৃতিকে স্মরণ করে 'পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' তৈরি করা হয়েছে। কয়েক দিন আগে আমি বাবার সঙ্গে সেই জাদুঘর দেখতে যাই। মূল জাদুঘরে রয়েছে পুলিশের বিভিন্ন সময়ের হাতিয়ার, ব্যবহৃত পোশাক ও বিভিন্ন জিনিসপত্র। রাজারবাগ পুলিশ জাদুঘরে দুটি জিনিস বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো বেতার যন্ত্র, অন্যটি হলো পাগলা ঘণ্টা। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে পাকবাহিনী যখন আক্রমণ করে, তখন বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে পুলিশরা সারা দেশের পুলিশকে সতর্ক করেছিলেন। আর পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে রাজারবাগের সব পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছিল। পাকবাহিনীর অতর্কিত সেই হামলায় রাজারবাগের পুলিশ সদস্যরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সবকিছু দেখার পর নিজেকে বাঙালি হিসেবে গর্বিত অনুভব করছি। আজ এখানেই শেষ করছি। ভালো থেকো।

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
সারা রহমান

প্রেরক	প্রাপক (ডাকটিকেট)
সারা রহমান	জান্নাত-উল-ফেরদৌস
যশোর	কুমিল্লা
গ্রাম : .... ডাকঘর :...........	গ্রাম : ..... ডাকঘর :..........
থানা :.......... জেলা :	থানা :........ জেলা : ....

৬. তোমার দেখা একটি ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর নিকট পত্র লেখ।

১৫.০৫.২০২৪
২৭, লালবাগ রোড, ঢাকা।

সুপ্রিয় আইরিন

প্রথমে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিও। গতকাল আমি ঐতিহাসিক স্থান 'লালবাগ দুর্গ' দেখতে গিয়েছিলাম। সেটি সম্পর্কে তোমাকে কিছু লিখছি।

লালবাগ দুর্গ মুঘল স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। দুর্গের দরবার হলটি বর্তমানে মুঘল আমলের প্রাচীন কীর্তিসমূহের জাদুঘর। সেখানে দেখলাম মুঘল আমলের মুদ্রা, মুঘল বাদশাহদের জারিকৃত ফরমান, হস্তলিপি, পাণ্ডুলিপি, শিলালিপি, চিত্রশোভিত মৃৎপাত্র, তৈজসপত্র, কার্পেট, চিত্রকর্ম ইত্যাদি।

লালবাগ দুর্গ ইতিহাসের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। আজ এ পর্যন্তই। তোমার বাবা-মাকে আমার সালাম জানিও। ভালো থেকো।

ইতি —
তোমারই ফারহানা

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : পত্রের শেষে ডাকটিকিট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

দরখাস্ত

৭. শিক্ষাসফরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার আবেদন জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদনপত্র লেখ।

উত্তর :

১১. ০৩. ২০২৪

প্রধান শিক্ষক
মাদারীপুর জিলা স্কুল

বিষয় : শিক্ষাসফরে যাওয়ার জন্য আবেদন।

জনাব

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রী। এ বছর আমরা শিক্ষাসফরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যেতে চাই। সেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি দেখতে পাব এবং তাঁর সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারব।

অতএব, জনাবের কাছে আবেদন, আমরা যাতে শিক্ষাসফরে বঙ্গবন্ধুর গ্রামের বাড়িতে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

বিনীত
রিংকু সমাদ্দার
তৃতীয় শ্রেণি
রোল নম্বর ২।

৮. তোমরা তৃতীয় শ্রেণির ছাত্ররা বাংলাদেশের বিভিন্ন পাহাড়, নদী, সবুজ ধানখেত, গাছপালা প্রভৃতির ছবি এঁকে একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করতে চাও। এখন অনুমতি চেয়ে তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।

উত্তর :

১৮. ০৪. ২০২৪

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
কেশবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
কেশবপুর, যশোর।

বিষয় : দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের অনুমতির জন্য আবেদন।

জনাব

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী। আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এঁকে একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করতে চাই।

অতএব, আমাদেরকে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত

কেশবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পক্ষে

সৈকত ও তুহিন

ক শাখা, রোল নম্বর ১ ও ২।

৯. বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদনপত্র লেখ।

উত্তর :

০১. ০১. ২০২৪

বরাবর

প্রধান শিক্ষক

উজান গোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়

আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

বিষয় : বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য আবেদন।

মহোদয়

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। গত বার্ষিক পরীক্ষায় আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তৃতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার বাবা সামান্য বেতনে একটি চাকরি করেন। আমরা তিন ভাই-বোন লেখাপড়া করছি। আমার বাবা যে বেতন পান তা দিয়ে কোনো রকমে আমাদের সংসার চলে। এমতাবস্থায় আমাদের পড়ালেখার খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

অতএব, এসব অসুবিধা বিবেচনা করে আমাকে বিনা বেতনে অধ্যয়নের অনুমতি দান করলে আমি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত—

রফিক হাসান

তৃতীয় শ্রেণি, রোল নম্বর ২।

১০. তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট ৩ (তিন) দিনের ছুটির জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ।

উত্তর :

১৪. ০২. ২০২৪

প্রধান শিক্ষক

তেলিগাতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

নেত্রকোনা।

বিষয় : বড়ো বোনের বিয়ে উপলক্ষে ৩ (তিন) দিনের ছুটির আবেদন।

জনাব

সবিনয় নিবেদন এই যে, আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি আমার বড়ো বোনের বিয়ে। এ কারণে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমার ছুটি প্রয়োজন।

অতএব, আমাকে উক্ত ৩ (তিন) দিনের ছুটি দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক—

সুলতানা পারভীন.

তৃতীয় শ্রেণি, 'খ' শাখা, রোল নম্বর ১১।

১১. অসুস্থতার কারণে ২ দিনের ছুটি মঞ্জুরের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন কর।

উত্তর :

১৫. ০৪. ২০২৪

প্রধান শিক্ষক

কুমিল্লা জিলা স্কুল

কুমিল্লা।

বিষয় : জ্বরের কারণে ২ দিনের ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন।

জনাব

বিনীত নিবেদন এই যে, জ্বর ও মাথাব্যথার কারণে আমি গত ১২. ০৪. ২০২৪ থেকে ১৩. ০৪. ২০২৪ পর্যন্ত ২ দিন স্কুলে উপস্থিত হতে পারিনি।

অতএব, একান্ত প্রার্থনা, আমাকে উক্ত ২ দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

নিবেদক—

আদনান শাহরিয়ার

তৃতীয় শ্রেণি, ক শাখা, রোল নং— ০৪।

ফরম পূরণ কর।

১. বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নিচের ফরমটি পূরণ কর।

সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর — ছবি

ভর্তির আবেদন ফরম

স্মারক নং : ১১/১৫০ তারিখ :

১. নাম :
২. পিতার নাম :
৩. মাতার নাম :
৪. বর্তমান ঠিকানা :
৫. জন্ম তারিখ :
৬. যে শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক :
৭. পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম :

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

অভিভাবকের স্বাক্ষর — শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর

উত্তর : ভর্তি ফরমটি পূরণ করে নিচে দেওয়া হলো :

সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর — ছবি

ভর্তির আবেদন ফরম

স্মারক নং– ১১/১৫০ তারিখ : ০২/০১/২০২৪

১. নাম : সাকিব আহমেদ
২. পিতার নাম : হাসিব আহমেদ
৩. মাতার নাম : মিতুল আহমেদ
৪. বর্তমান ঠিকানা : ৭৭, সদর রোড, দিনাজপুর
৫. জন্ম তারিখ : ২৬ নভেম্বর, ২০১৫
৬. যে শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক : তৃতীয়
৭. পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম : শিশুমেলা শিক্ষা নিকেতন, দিনাজপুর।

সাকিব আহমেদ
শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

হাসিব আহমেদ
(অভিভাবকের স্বাক্ষর) — শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর

২. মনে কর, তুমি তোমার স্কুল লাইব্রেরির সদস্য হতে চাও। লাইব্রেরিয়ানের কাছ থেকে একটি কার্ড সংগ্রহ কর এবং কার্ডটি পূরণ কর।

উত্তর : কার্ডটি পূরণ করে নিচে দেওয়া হলো :

নং : ২৪ — ছবি
মেয়াদ উত্তীর্ণ : ডিসেম্বর, ২০২৪

বাসাবো বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

নাম : সুস্মিতা হক
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : খ
রোল নম্বর : ১২
অভিভাবকের নাম : ইমতি আহমদ
ফোন/মোবাইল নম্বর : ০১৭১০৪৫২...
বাড়ির ঠিকানা : ২৪/১/খ মায়াকানন, সবুজবাগ, ঢাকা।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, লাইব্রেরি ও বাড়িতে বই ব্যবহারে বিশেষ যত্নবান হব এবং লাইব্রেরির সব নিয়ম-কানুন মেনে চলব।

সুস্মিতা হক
লাইব্রেরিয়ানের স্বাক্ষর ও তারিখ — শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

৩. ধর, তুমি তোমার স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চাও। অংশগ্রহণের ছকটি পূরণ কর।

উত্তর : নিচে ছকটি পূরণ করে দেওয়া হলো :

মধুপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় — ছবি
মধুপুর, টাঙ্গাইল
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা– ২০২৪
অংশগ্রহণের ফরম

১. শিক্ষার্থীর নাম : নাজিম শাহরিয়ার
২. শ্রেণি : তৃতীয় শাখা : ক রোল নম্বর : ০৭
৩. পিতা-মাতার নাম : পিতা– শাহরিয়ার ইদাদ
মাতা– হোসনে আরা
মোবাইল নম্বর– ০১৯২০৭০০০...
৪. জন্ম তারিখ : ২৫ নভেম্বর, ২০১৫
৫. অংশগ্রহণের বিষয় : ক. অঙ্ক দৌড়
খ. চকলেট দৌড়
গ. যেমন খুশি সাজো

নাজিম শাহরিয়ার
শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর — (শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর)

৪. মনে কর, তোমার স্কুল থেকে বনভোজন বা শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়েছে। তুমি তাতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। অংশগ্রহণের ছকটি পূরণ কর।

গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
বার্ষিক বনভোজন/ শিক্ষাসফর-২০২৪
অংশগ্রহণের ফরম

১. শিক্ষার্থীর নাম : শাকিলা পারভীন
শ্রেণি : তৃতীয় শাখা : ক
রোল নম্বর : ১১
২. পিতার নাম : মোজাম্মেল হক
৩. মাতার নাম : লায়লা হক
৪. বর্তমান ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর :
উত্তর রায়েরবাগ, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
মোবাইল নং- ০১৯১৭৬৫৫৪...

আমি আমার মেয়ে রুবানা পারভীনকে স্কুলের 'বার্ষিক বনভোজন/ শিক্ষাসফর-২০২৪'-এ অংশগ্রহণের জন্য সানন্দে সম্মতি দিচ্ছি।

মো. হক ২৭/২/২৪
শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর | অভিভাবকের স্বাক্ষর ও তারিখ

৫. শিশু-কিশোর একাডেমির ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় তুমি অংশগ্রহণ করতে চাও। অংশগ্রহণের ছকটি পূরণ কর :

শিশু-কিশোর একাডেমি
ঢাকা
ছবি
ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা-২০২৪
অংশগ্রহণের ফরম

১. শিক্ষার্থীর নাম : অর্বিড আবরার
২. শ্রেণি ও স্কুলের নাম : তৃতীয় শ্রেণি
কল্পধারা স্কুল, আজিমপুর, ঢাকা
৩. পিতার নাম : আজিম আবরার
৪. মাতার নাম : সুরাইয়া আবরার
৫. বয়স : ৮ বছর, ২ মাস
৬. প্রতিযোগিতার বিষয় : বাংলাদেশের ফল/ফুল

পরিচালকের স্বাক্ষর

অর্বিড আবরার
প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর | শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

৬. স্বাধীনতা দিবসে বাংলা সাহিত্য কেন্দ্র আয়োজিত শিশুদের কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় তুমি অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। অংশগ্রহণের ফরমটি পূরণ কর।

বাংলা সাহিত্য কেন্দ্র
উত্তরা, ঢাকা।
ছবি
কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা-২০২৪
অংশগ্রহণের ফরম

১. শিক্ষার্থীর নাম : মনীষা রায়
২. শ্রেণি ও স্কুলের নাম : তৃতীয় শ্রেণি
প্রকৃতি বিদ্যানিকেতন,
নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
৩. পিতার নাম : অসীম রায়
৪. মাতার নাম : অনুপমা রায়
৫. ঠিকানা ও মোবা. : ২৭, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।
মোবাইল নম্বর : ০১৯১০৪...
৬. শিক্ষার্থীর জন্ম তারিখ : ০৯-১২-২০১৫

মনীষা রায় | অসীম রায় |
শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর | অভিভাবকের স্বাক্ষর | উপ-পরিচালক

অনুচ্ছেদ

১. আমার মা

'মা' শব্দটি আমার খুব প্রিয়। আমার মা একজন গৃহিণী। সকাল বেলায় মা আমাকে ঘুম থেকে তুলে কোলে করে নিয়ে হাত-মুখ ধুইয়ে দেন। তারপর স্কুলের পোশাক পরিয়ে স্কুলে নিয়ে যান এবং ছুটি হলে বাসায় নিয়ে আসেন। আমার প্রিয় খাবারগুলো রান্না করে মা আমাকে খাইয়ে দেন। সন্ধ্যাবেলায় মা আমাকে নিয়ে পড়াতে বসেন। আমার শরীর খারাপ হলে সেবা-যত্ন দিয়ে মা আমাকে সুস্থ করে তোলেন। মায়ের সাথেই আমি গল্প করি, বেড়াতে যাই। মাকে আমি খুব ভালোবাসি।

২. আমার বাবা

আমার বাবাকে আমি খুব ভালোবাসি। তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা। অফিসের নানা কাজকর্মের মধ্যেও তিনি আমার সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করেন, ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেন। স্কুলে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন। অফিস থেকে ফেরার সময় আমার প্রিয় জিনিস বা খাবার কিনে নিয়ে আসেন। তিনি নিয়মিত আমার পড়াশোনার খোঁজখবর নেন। বিকেলে

আমার সঙ্গে খেলেন আর রাতে খাওয়ার সময় গল্প করেন। ছুটির দিনে বাবা আমাকে সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যান। বাবা আমার খুব প্রিয়।

৩. আমাদের গ্রাম

আমাদের গ্রামটি সবুজে সবুজময়, ছায়াঘেরা, পাখিডাকা। আমাদের গ্রামের নাম রূপডালি, খুব মিষ্টি নাম। গ্রামের উত্তর দিকে ফসলের মাঠ। মাঠের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে ঝিনাই নদী। আমাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে। এ গ্রামে রয়েছে একটি স্কুল, পোস্ট অফিস, ইউনিয়ন অফিস, ডিসপেনসারি ও একটি ছোটো বাজার। নানা পেশার মানুষ মিলেমিশে বাস করে এ গ্রামে। গ্রামে বিদ্যুৎ রয়েছে। এ গ্রামের মানুষ মাঝেমধ্যেই খেলাধুলা, গানবাজনা ও নাটকের আয়োজন করে। রূপডালি গ্রামটিকে আমি খুব ভালোবাসি।

৪. শীতকাল

বাংলাদেশে পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীতকাল। এ সময় খুব শীত পড়ে। সকাল বেলাটা কুয়াশায় ঢেকে থাকে। লেপের ভেতর থেকে বের হতে ইচ্ছে করে না। এ সময় খেজুরের রস আর নানা রকম পিঠা খেতে খুব মজা। শীতকালে নানা রঙের ফুল ফোটে। শীতে কষ্ট পাওয়া লোকদের দেখে আমার খারাপ লাগে। তবুও শীতকাল আমার প্রিয়।

৫. আমাদের বিদ্যালয়

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম স্বপ্নকুঁড়ি বিদ্যানিকেতন। মনোরম পরিবেশে আমাদের বিদ্যালয়টি অবস্থিত। এখানে তিনটি ভবনে পনেরোটি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। প্রায় পাঁচশো ছাত্রছাত্রী এখানে পড়ালেখা করে। শিক্ষকগণ আমাদের যত্নসহকারে পাঠদান করেন এবং প্রত্যেককে খুব ভালোবাসেন। আমাদের ভালো মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে উপদেশ দেন। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও নাচ-গানের বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। আমি আমাদের বিদ্যালয়কে ভালোবাসি এবং এটি নিয়ে গর্ববোধ করি।

৬. বাংলাদেশের পাখি

আমাদের দেশ বাংলাদেশ। এ দেশে রয়েছে অসংখ্য প্রজাতির পাখি। এগুলোর মধ্যে পরিচিত পাখি হলো— দোয়েল, কবুতর, শালিক, কাক, কোকিল, বুলবুলি, ঘুঘু, মাছরাঙা, টিয়া, টুনটুনি, ময়না, কাঠঠোকরা ইত্যাদি। পাখির গান শুনে আমরা মুগ্ধ হই। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। পাখি আমাদের পরিবেশকে সুন্দর রাখে। তাই পাখিদের ভালোবাসা এবং রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।

৭. কাজী নজরুল ইসলাম/আমাদের জাতীয় কবি

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। তিনি ২৪ মে, ১৮৯৯ সালে (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকেই তিনি গান ও কবিতা লেখার পাশাপাশি লেটোর দলে গান করেছেন। বড়ো হয়ে তিনি সেনাবাহিনীর হাবিলদার হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছেন। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, গান ইত্যাদি রচনা করে তিনি সবার মন জয় করেছেন। ছোটোদের জন্য তিনি লিখেছেন ঝিঙে ফুল, পিলেপটকা, ঘুমজাগানো পাখি, ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখার জন্য তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট এই মহান কবি মৃত্যুবরণ করেন।

৮. মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জীবনে একটি গৌরবময় অধ্যায়। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাহসী বাঙালিরা পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যা-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তে এ দেশের মাটি রঞ্জিত হয়। তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার।

৯. স্বাধীনতা দিবস

২৬শে মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার পরই এ দেশের বীর সন্তানেরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দীর্ঘ নয় মাস সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষ শহিদ হন। তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। তার পর থেকে আমরা প্রতিবছর ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস পালন করি, বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

১০. বিজয় দিবস

১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে পরাজিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। অর্জিত হয় মুক্তিযুদ্ধের বিজয়। আমরা পাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। প্রতিবছর এ দিনে ত্রিশ লাখ শহিদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা এ দিনটি পালন করি। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য আমরা শপথ নিই।

রচনা লেখ।

১. আমাদের উৎসব

Hints/সংকেত : ভূমিকা; আমাদের উৎসব; পহেলা বৈশাখ; ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল আজহা; দুর্গাপূজা; বড়োদিন; বুদ্ধ পূর্ণিমা; উপসংহার।

ভূমিকা : বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও উৎসব রয়েছে। যেমন– পারিবারিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চলিক উৎসব।

আমাদের উৎসব : আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের রয়েছে বিজয় উৎসব, স্বাধীনতা উৎসব, বাংলা নববর্ষের উৎসব ইত্যাদি। এছাড়াও ধর্মভেদে ও অঞ্চলভেদে আরও অনেক উৎসব রয়েছে।

পহেলা বৈশাখ : বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটিকে বরণ করা হয় ঢাক, ঢোল, বাঁশি ও বাঙালিয়ানা পোশাকে র‍্যালি করে। সারা দেশে শোভাযাত্রা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার আয়োজনে মঙ্গল শোভাযাত্রা হয়। ছায়ানট ভোরবেলায় রমনার বটমূলে গানের আয়োজন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে হয় 'বিজু' উৎসব।

ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আজহা : মুসলমানদের প্রধান উৎসব ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আজহায় সবাই ঈদগাহে নামাজ পড়তে যায়। বাড়িতে বাড়িতে ফিরনি-সেমাই, পোলাও-মাংস রান্না হয়।

দুর্গাপূজা : বাঙালি হিন্দুদের প্রধান উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজায় সুন্দর পোশাক পরে মন্ডপে মন্ডপে দেবী দুর্গার আরতি ও পূজা করা হয়। এছাড়াও নাড়ু, সন্দেশ, বাতাসা ইত্যাদি মিষ্টদ্রব্য খাওয়ার আয়োজন করা হয়।

বড়োদিন : খ্রিস্টধর্মের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়োদিন পালন করা হয় ২৫ ডিসেম্বর। এই দিন ক্রিসমাস ট্রিতে ছোটো ছোটো বাতি লাগিয়ে সাজানো হয়। এই দিন শিশুরা ভাবে, লাল পোশাক পরা সান্তা ক্লজ এসে উপহার দিয়ে যাবেন।

বুদ্ধ পূর্ণিমা : বৌদ্ধদের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। এই দিন বৌদ্ধরা বৌদ্ধবিহারে যায়। ফুল ও রঙিন কাগজ দিয়ে বিহার সাজায় এবং সন্ধ্যায় বিভিন্ন রঙের প্রদীপ জ্বালায়।

উপসংহার : এছাড়াও কিছু উৎসব পারিবারিক এবং কিছু উৎসব সামাজিক। জন্মদিন, বিয়ে, মুখে ভাত সেগুলোর মধ্যে অন্যতম।

২. নদীর দেশ

Hints/সংকেত : ভূমিকা; নদীর দেশ বাংলাদেশ; নদীর গুরুত্ব; নদীর জীববৈচিত্র্য; উপসংহার।

ভূমিকা : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। শত শত নদী এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে আছে ছোট্ট এই দেশে। সুন্দর সুন্দর নামের এই নদীগুলো বাংলার প্রকৃতিকে আরও বেশি সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় করে এই দেশকে।

নদীর দেশ বাংলাদেশ : বাংলাদেশে ছোটো ও বড়ো দুই ধরনের নদী আছে। ছোটো নদীগুলো হলো– আগুনমুখা, দুধকুমার, ধানতারা, ধানসিঁড়ি, গড়াই, নাফ, কর্ণফুলী, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা, সোমেশ্বরী ইত্যাদি। আর বড়ো নদীগুলো হলো– পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, আত্রাই ইত্যাদি।

নদীর গুরুত্ব : বাংলাদেশের নদ-নদী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন ও নানা প্রজাতির মাছ উৎপাদন করে আমাদের খাদ্য ও কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

নদীর জীববৈচিত্র্য : বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন নদীতে ভিন্ন মাছ ও প্রাণীর দেখা পাই। পদ্মার ইলিশ খুবই বিখ্যাত। এছাড়াও ছোটো-বড়ো মাছ ও ঘড়িয়াল পাওয়া যায়। আবার যমুনা নদীতে বাঘাইড় নামের বড়ো মাছ পাওয়া যায়। আবার সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে কুমির, কাঁকড়া, কচ্ছপ ও শত শত প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়।

উপসংহার : আমাদের এই সোনার বাংলায় শত শত নদীর রুপালি সম্পদ মাছ। আমিষের চাহিদা পূরণ করছে এসব নদ-নদী। এদেশের নদ-নদী রত্নভান্ডার।

৩. রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
অথবা, একুশে ফেব্রুয়ারি

Hints/সংকেত : ভূমিকা; রাষ্ট্রভাষা; একুশে ফেব্রুয়ারি; ভাষার দাবি আদায়; উপসংহার।

ভূমিকা : স্বাধীনতার আগে এদেশের মানুষ পাকিস্তানি শাসনে ছিল। সেই সময় পাকিস্তান সরকার এদেশের মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। তারা বাঙালির প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা সফল হয়নি।

রাষ্ট্রভাষা : অনেক দেশে সেই দেশের প্রধান জাতিগোষ্ঠীর ভাষাকে জাতীয় ভাষা করে থাকে। একটি দেশের জাতীয় ভাষা সাধারণত সেই দেশের রাষ্ট্রভাষা হয়ে থাকে। আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

একুশে ফেব্রুয়ারি : ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-ছাত্রীরা মাতৃভাষার মর্যাদার প্রশ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়ো হয়। পোস্টার, প্ল্যাকার্ডে অ, আ, ক, খ বর্ণমালা লিখেছিল। আরও লিখেছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' বাঙালিরা আন্দোলন শুরু করে। ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। শহিদ হন রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ বহু মানুষ। বাংলা ভাষার জন্য তাঁরা জীবন দেন।

ভাষার দাবি আদায় : একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদদের রক্ত আন্দোলনের গতি আরও বাড়িয়ে দেয়। পাকিস্তান সরকার ভয় পেয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

উপসংহার : রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায়ে বাঙালি পৃথিবীতে একমাত্র জাতি যারা বুকের তাজা রক্তে রাজপথ লাল করেছিল। তাই বাঙালির সেদিনের সেই ত্যাগের মর্যাদা হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

৪. মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ

Hints/সংকেত : ভূমিকা; রাজারবাগ পুলিশ লাইনস; মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ; বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর; উপসংহার।

ভূমিকা : ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগের বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যারা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের স্মৃতির প্রতি সম্মান রাখতে 'বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' স্থাপন করা হয়েছে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনস : রাজারবাগ পুলিশ লাইনস ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর একটি শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যারাক। মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় এটি অবদান রেখে চলেছে।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ : আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয় রাজারবাগ পুলিশ লাইনস থেকে। তারপর সারা দেশের পুলিশ এক হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করে। অনেক পুলিশ সদস্য মুক্তযুদ্ধে শহিদ হন।

বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের বিশেষ অবদান ও আত্মত্যাগের স্মৃতির স্মরণে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে 'বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বঙ্গবন্ধু কর্নার, সেই সময়ের পুলিশের পোশাক, একটি বেতার যন্ত্র, আরেকটি পাগলা ঘন্টা রয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশের শহিদ সদস্যদের তালিকা ও ছবি রয়েছে।

উপসংহার : যদিও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্তিশালী অস্ত্র ও কামানের কাছে সেদিন রাজারবাগ পুলিশ কম শক্তিশালী ছিল, তবুও তাঁরা অসীম সাহস নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

৫. লালবাগ কেল্লা

Hints/সংকেত : ভূমিকা; লালবাগ কেল্লা; ইতিহাস; অবস্থান; মাজার; দরবার হল; জাদুঘর ও প্রাচীন আমলের নানা নিদর্শন; অন্যান্য; উপসংহার।

ভূমিকা : মুঘল সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন 'লালবাগ কেল্লা' ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি তিনশো বছরের অতীত ঐতিহ্যের পুরাকীর্তি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এটি আজও আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

লালবাগ কেল্লা : এটি মুঘল আমলের এক অভাবনীয় নিদর্শন। এটির নির্মাণকাজে ব্যবহার করা হয়েছে কষ্টি পাথর, মার্বেল পাথর ও রং-বেরঙের টালি। লালবাগ কেল্লা ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শনে এমন কোনো কিছুর সংমিশ্রণ পাওয়া যায়নি আজ পর্যন্ত।

ইতিহাস : বাংলার সুবেদার আযম শাহ ১৬৭৭-৭৮ সালে এটির নির্মাণকাজ শুরু করেন, শেষ করেননি। এই কাজ ১৬৮০ সালে শায়েস্তা খাঁ পুনরায় সুবেদার নিযুক্ত হলে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যান। তার কন্যা পরিবিবির আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় তিনি নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেন।

অবস্থান : এটি ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে লালবাগ রোড ও রিয়াজউদ্দীন রোডের মাঝখানে অবস্থিত।

মাজার : কালোপাথর, চুনাপাথর ও সাদা মার্বেল পাথর দ্বারা তৈরি শায়েস্তা খাঁর কন্যা পরিবিবির মাজার। মাজারটি বর্গাকৃতির এবং ষাট ফুট দীর্ঘ।

দরবার হল : মাজারের পূর্বে দরবার হল, ভেতরে রয়েছে একটি চৌবাচ্চা ও ঝরনা। দক্ষিণের তিনতলাবিশিষ্ট গেইটের সুউচ্চ মিনার শোভা বর্ধন করে। বাংলাদেশের একশত টাকার নোটে এই গেইটের ছবি দেখা যায়।

জাদুঘর ও প্রাচীন আমলের নানা নিদর্শন : দরবার হলটি বর্তমানে জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে মুঘল আমলের বন্দুক, পিস্তল, তীর-ধনুক, বল্লম, হাত-কুঠার, তরবারি, ঢাল, শিরস্ত্রাণ, পাণ্ডুলিপি, শিলালিপি, মৃৎপাত্র, কার্পেট, তৈজসপত্র ও চিত্রকর্ম রয়েছে।

অন্যান্য : দুর্গের ভেতরে আরও রয়েছে পুকুর, তিন গম্বুজ মসজিদ, টিলা, প্রাচীন আমলের মুদ্রা, দুর্গের প্রতিরোধ প্রাচীরের গা ঘেঁষে কতগুলো কক্ষ, হাম্মামখানা, ফোয়ারা ইত্যাদি।

উপসংহার : লালবাগ কেল্লা দেশের প্রাচীন কীর্তিগুলোর মধ্য অন্যতম এবং অতীত ইতিহাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটির সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

৬. সেই সাহসী ছেলে
অথবা, শেখ মুজিবুর রহমান

Hints/সংকেত : ভূমিকা; সেই সাহসী ছেলে; বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান; উপসংহার।

ভূমিকা : বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিশোর বয়সেই তিনি সাহসী হয়ে উঠেছিলেন।

সেই সাহসী ছেলে : গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল পরিদর্শনে এলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। সাথে ছিলেন আর এক মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। স্কুলের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা শেষে শেখ মুজিব স্কুলের অসুবিধার কথা জানালে সোহরাওয়ার্দী ছাদ মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বললেন এবং শেখ মুজিবকে কাছে ডেকে নিলেন।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান : সোহরাওয়ার্দী সেদিন বাঙালির শ্রেষ্ঠ সাহসী সন্তানকে চিনতে পারলেন। কিশোর মুজিব ধীরে ধীরে যুবক হলেন। তারপর সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করতে থাকলেন। এভাবেই একদিন তিনি বাংলার মানুষের মহান নেতায় পরিণত হলেন।

উপসংহার : সেদিনের সেই সাহসী কিশোর ছেলে হয়ে উঠলেন মহান নেতা। আজ বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ; বাংলাদেশই বঙ্গবন্ধু। অসীম সাহসী সেই ছেলেটি একটি আদর্শ, একটি চেতনা।

৭. ঢাকাই মসলিন

Hints/সংকেত : ভূমিকা; মসলিন; মসলিন শাড়ির বৈশিষ্ট্য; শাড়ির উৎপত্তি; তৎকালীন বাজার অবস্থান; উপসংহার।

ভূমিকা : প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য হলো 'ঢাকাই মসলিন' শাড়ি। এটি বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য। মসলিন কাপড়ের জন্য ঢাকা বিশ্বখ্যাত ছিল। মসলিন খুব স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম কাপড়। এই কাপড় মিহি সুতোয় বোনা হতো।

মসলিন : মসলিন শাড়ি 'ঢাকাই মসলিন' নামে সুপরিচিত। ফুটি কার্পাস নামক তুলা থেকে প্রস্তুত অতি চিকন সুতা দিয়ে মসলিন শাড়ি তৈরি হতো। চরকা দিয়ে কাটা, হাতে বোনা মসলিনের জন্য সর্বনিম্ন তিনশো কাউন্টের সুতা ব্যবহার করা হতো। ফলে মসলিন হতো কাচের মতো স্বচ্ছ। এই শাড়ি রাজকীয় পোশাক নির্মাণে ব্যবহৃত হতো।

মসলিন শাড়ির বৈশিষ্ট্য : তাঁতিরা মিহি সুতা তাঁতে বুনে মসলিন কাপড় তৈরি করতেন। এই শাড়ি এতটাই স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম যে অনায়েসেই আংটির মধ্য দিয়ে গলানো যেত। এই কাপড় তৈরি হতো ফুটি তুলা থেকে। মসলিন কাপড় প্রায় আটাশ রকম হতো, যার মধ্যে জামদানি এখনও ব্যাপকহারে প্রচলিত। কথিত আছে, পঞ্চাশ মিটার দীর্ঘ কাপড়কে একটি দিয়াশলাই বাক্সে ভরে রাখা যেত।

শাড়ির উৎপত্তি : মসলিন শাড়ি তৈরির জন্য ঢাকার সোনারগাঁও অঞ্চল বিখ্যাত। শীতলক্ষ্যা নদীর পানি ও বাতাস ছিল মসলিন তৈরির উপযোগী। মুঘল আমলে প্রাচীন বাংলার গৌরব এই শাড়ি। তাঁতিরা চরকা কেটে তুলা থেকে তৈরি মিহি সুতা থেকে বুনতেন মসলিন কাপড়।

তৎকালীন বাজার অবস্থান : তৎকালীন বাজারে মসলিন শাড়ির চাহিদা ছিল সর্বোচ্চ। আরব, ইরান, চীন থেকে বণিকরা আসতেন মসলিন কিনতে। একসময় কাপড়ের বাজার দখল করে নেয় কারখানার কাপড়। তাছাড়া পাশ্চাত্যের শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংরেজরা এদেশীয় মসলিনের উপর ৭০-৮০ শতাংশ কর আরোপ করে। ফলে মসলিনের চাহিদা ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

উপসংহার : মিহি মসলিন শাড়ি প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে হারিয়ে গেলেও বর্তমানে বিজ্ঞানী ও গবেষকরা নতুন মসলিন তৈরি করেছেন। মসলিন বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য।

৮. আমাদের দেশ

Hints/সংকেত : ভূমিকা; আয়তন ও লোকসংখ্যা; জাতি ও ভাষা; ভূপ্রকৃতি ও সম্পদ; ষড়ঋতুর দেশ; উপসংহার।

ভূমিকা : আমাদের দেশ– বাংলাদেশ। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। ফুল-ফল-ফসলে ভরা। ধানের দেশ, গানের দেশ, নদীর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ।

আয়তন ও লোকসংখ্যা : বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৫২ লক্ষ [উৎস : জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২]। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

জাতি ও ভাষা : আমাদের দেশে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই মিলেমিশে বাস করে। এরা সবাই বাঙালি। এদের বাইরে রয়েছে চাকমা, গারো, সাঁওতাল ইত্যাদি আদিবাসী মানুষ। এরা সবাই পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করে।

ভূপ্রকৃতি ও সম্পদ : আমাদের দেশের অধিকাংশ এলাকা সমতল ও উর্বর। সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, মধুপুর গড়ে পাহাড় রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে সুন্দরবন। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। গ্যাস ও কয়লা এ দেশের প্রধান সম্পদ।

ষড়ঋতুর দেশ : আমাদের দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টি ঋতু। গ্রীষ্মে গরম পড়ে, বর্ষায় প্রচুর বৃষ্টি হয়। শরৎ আসে স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে। হেমন্তে মাঠ ভরে যায় সোনালি ধানে। শীতে বেশ শীত পড়ে। বসন্তে ফুলের সুগন্ধ আর পাখির গান ভেসে আসে।

উপসংহার : বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। এ দেশকে আমরা খুব ভালোবাসি। তাই একসঙ্গে গেয়ে উঠি–

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।

৯. আমাদের বিদ্যালয়

Hints/সংকেত : ভূমিকা; বিদ্যালয়ের অবকাঠামো; শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী; বিশেষ কৃতিত্ব ও অনুষ্ঠান; উপসংহার।

ভূমিকা : আমাদের বিদ্যালয়ের নাম ভূঞাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি ১৯০১ সালে স্থাপিত হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলা সদরে এটি অবস্থিত।

বিদ্যালয়ের অবকাঠামো : আমাদের বিদ্যালয়ের একটি পাকা ভবন ও একটি আধাপাকা ঘর রয়েছে। প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের কক্ষের সামনে ফুলের বাগান। এর দক্ষিণ দিকে একটি খোলা মাঠ আছে। আমরা এখানে খেলাধুলা করি। স্কুলের চারদিক আম, জাম, নারকেল, বকুল গাছে ঘেরা।

শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী : আমাদের বিদ্যালয়ে চারশত ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। এখানে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ আটজন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। তাঁরা সবাই উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ। তাঁরা আমাদের খুব যত্ন নিয়ে পড়ান ও ভালোবাসেন।

বিশেষ কৃতিত্ব ও অনুষ্ঠান : প্রতিবছর এ বিদ্যালয় থেকে অন্তত দশজন বৃত্তি পায়। এছাড়া খেলাধুলায়ও উপজেলার মধ্যে এ বিদ্যালয়ের সুনাম রয়েছে। প্রতিবছরই এ বিদ্যালয়ে নাচ, গান, আবৃত্তি, কেরাত ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়।

উপসংহার : আমাদের বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ বিদ্যালয়। আমি এ বিদ্যালয়কে খুব ভালোবাসি।

১০. আমাদের গ্রাম

Hints/সংকেত : ভূমিকা; বর্ণনা; আয়তন ও লোকসংখ্যা; প্রতিষ্ঠান; উপসংহার।

ভূমিকা : আমাদের গ্রামের নাম আবুলিয়া। এখানেই আমি জন্মেছি। এমন সুন্দর গ্রাম আমি আর দেখিনি। এটি বাগেরহাট জেলার চিতলমারী থানা থেকে পনেরো কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত।

বর্ণনা : আমাদের গ্রামটি ছবির মতো। সবুজ-শ্যামল গাছপালার ছায়াঘেরা প্রতিটি বাড়ি খুব সুন্দর। এ গ্রামের পূর্ব পাশের পাকা রাস্তার দুদিকে নানা রকম গাছ দিয়ে সাজানো। পশ্চিম পাশে চিত্রা নদী। আর উত্তর পাশে একটা বড়ো বিল।

আয়তন ও লোকসংখ্যা : আমাদের গ্রামটি দৈর্ঘ্যে তিন কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। গ্রামের অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত। কিছু লোক চাকরি ও ব্যবসায় করে। বাকি সবাই কৃষিকাজ ও মাছ চাষ করে।

প্রতিষ্ঠান : আমাদের গ্রামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, বাজার, লাইব্রেরি ও কয়েকটি সরকারি অফিস রয়েছে। এছাড়া রয়েছে একটি খেয়াঘাট।

উপসংহার : শিক্ষায়, সৌন্দর্যে, ভালোবাসায় আমাদের গ্রামটি অনন্য। এ গ্রামে জন্মগ্রহণ করে আমি ধন্য।

১১. স্বাধীনতা দিবস

Hints/সংকেত : ভূমিকা; স্বাধীনতার কথা; স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন; উপসংহার।

ভূমিকা : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাই ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।

স্বাধীনতার কথা : ১৯৪৮ সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসকরা এ দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এ অবস্থায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন— "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে হঠাৎ করেই পাকিস্তানি সেনারা এ দেশে গণহত্যা শুরু করে। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনারা পরাজয়বরণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতার বিজয় অর্জিত হয়।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন : প্রতিবছর জাতীয় মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এটি সরকারি ছুটির দিন। এ দিন ভোরে জাতীয় সংগীত গেয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা তাদের কক্ষ সাজানোর জন্য লম্বা লম্বা শিকল বানায় রঙিন কাগজ দিয়ে। আর্টবোর্ডে ফুল-পাতা এঁকে রং করে। তাতে রাংতার ফিতা দিয়ে কারুকাজ করে। দেয়ালে আর্টবোর্ড লাগিয়ে লম্বা একটা গাছ আঁকে। তার নিচে সবুজ ঝোপে লাল-হলুদ কাগজের ফুল লাগায়। সেখানে দেখা যায়, চার-পাঁচটা গামছা বাঁধা মাথা, তাঁদের হাতে রাইফেল, এঁরা মুক্তিযোদ্ধা। আর অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনাদের ছবি। শক্ত কাগজে বানানো জাতীয় পতাকাটা উড়িয়ে দেয় গাছের উপরে। এবার শ্রেণিকক্ষের চারদিকে রঙিন কাগজের শিকল, ফুল আর পাতা দিয়ে সাজায়। চারদিক ঝলমল করে ওঠে। এরপর শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। ছাত্রছাত্রীরা মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শোনে। আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় ছাত্রছাত্রীরা।

উপসংহার : স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে অংশ নিয়ে আমরা স্বাধীনতার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও আনন্দ অনুভব করি। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার শপথ নিই।

১২. পদ্মা সেতু

Hints/সংকেত : ভূমিকা; নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান; বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পদ্মা সেতুর গুরুত্ব; পদ্মা সেতুর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন; উপসংহার।

ভূমিকা : পদ্মা সেতু বাংলাদেশের পদ্মা নদীর ওপর সগর্বে দণ্ডায়মান একটি সেতু। এই সেতু সংযোগ ঘটিয়েছে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সাথে উত্তর-পূর্ব অংশের। এই সেতুকে কেন্দ্র করেই এখন মনে মনে স্বপ্ন বুনছে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের মানুষ।

নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান : চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পদ্মা সেতুর গুরুত্ব : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনে পদ্মা সেতুর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সেতু চালু হওয়ায় ঢাকাসহ দেশের পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি সড়কপথে যুক্ত হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা এবং রেলপথে যুক্ত হয়েছে অধিকাংশ জেলা। এর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

পদ্মা সেতুর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন : বিশ্ব ইতিহাসে মাইলফলক পদ্মা সেতু। বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত বহুল প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতুর উদ্বোধনে প্রাণের উচ্ছ্বাসে পদ্মাপাড় জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ২৫ জুন, ২০২২ বেলা ১১টা ৫৮ মিনিটে সেতুটি উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উপসংহার : পদ্মা সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ নানা কারণেই একটি লক্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্বশীল দেশ হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর মানচিত্রে নিজ গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বাংলাদেশ।

১৩. মেট্রোরেল

Hints/সংকেত : ভূমিকা; মেট্রোরেলের গুরুত্ব; মেট্রোরেলের দূরত্ব; মেট্রোরেল উদ্‌বোধন; মেট্রোরেলে ভ্রমণের ভাড়া; সময় ও যাত্রী পরিবহন; উপসংহার।

ভূমিকা : মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো স্পর্শ করে গণপরিবহনের জন্য প্রতিষ্ঠিত রেলব্যবস্থাই মেট্রোরেল। ঢাকা মেট্রোরেল ব্যবস্থার নাম, 'ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট'। এটি বিদ্যুৎচালিত একটি দ্রুতগামী, স্বাচ্ছন্দ্যময়, সুবিধাজনক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নিরাপদ নগরকেন্দ্রিক রেলব্যবস্থা।

মেট্রোরেলের গুরুত্ব : বিশ্বের জনবহুল মেগা সিটিগুলোর মধ্যে ঢাকা অত্যধিক ঘনবসতিপূর্ণ। ফলে এ শহরটি যানজটের শহর হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। যানজটের কারণে নগরবাসীকে যেমন কষ্ট করতে হয় তেমনই অর্থনৈতিক অনেক ক্ষতিও হয়। তাই বর্তমান সরকার যানজট নিরসনের জন্য মেট্রোরেল প্রকল্প হাতে নিয়ে দ্রুত বাস্তবায়ন করছে। এরই মধ্যে সাধারণ মানুষ এর সুফল পেতে শুরু করেছে। মানুষ অতি সহজে এবং অতি অল্প সময়ে নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যও ছিল মানুষকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া।

মেট্রোরেলের দূরত্ব : উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত এ রেলপথের দূরত্ব ২১ দশমিক ২৬ কিলোমিটার। রাজধানীর মতিঝিল পর্যন্ত এটির দূরত্ব ২১ দশমিক ০১ কিলোমিটার।

মেট্রোরেল উদ্‌বোধন : বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর উত্তরা থেকে আগারগাঁও পযন্ত মেট্রোরেল উদ্‌বোধনের পর ওই পথে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল করছে। ৪ নভেম্বর ২০২৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল উদ্‌বোধনের পর থেকে নিয়মিত যাত্রী চলাচল করছে।

মেট্রোরেলে ভ্রমণের ভাড়া : মেট্রোরেলে ভ্রমণের সর্বনিম্ন ভাড়া ২০ টাকা। উত্তরা থেকে মতিঝিল স্টেশন পর্যন্ত ভ্রমণের সর্বোচ্চ ভাড়া ১০০ টাকা। উত্তরা থেকে ফার্মগেটের ভাড়া ৭০ টাকা, আগারগাঁও থেকে সচিবালয় পর্যন্ত ভাড়া ৪০ টাকা।

সময় ও যাত্রী পরিবহন : সবকটি স্টেশন চালু হলে যাত্রী ওঠা-নামাসহ উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেলে যেতে সময় লাগবে ৩৮ মিনিট। মেট্রোরেল ঘণ্টায় যাত্রী পরিবহন করতে পারবে ৬০ হাজার। মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ট্রেন নিয়মিত চলবে। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রোরেল সম্প্রসারণের কাজ চলছে। ২০২৫ সালের মধ্যে এ কাজ শেষ হলে আরও একটি স্টেশন যুক্ত হবে।

উপসংহার : প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু হয়েছে। এখন কোনো রকম যানজট ছাড়াই অতি অল্প সময়ে মতিঝিল পর্যন্ত মানুষ নিরাপদে পৌঁছে যাচ্ছে এবং ফিরে আসছে।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই উপযোগী

ধারাবাহিক/শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন

তারিখ : ☐☐☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০১

সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। এক কথায় প্রকাশ কর।
যার মা-বাবা নেই; যার দয়া আছে; যিনি দান করে; যার দুঃখ আছে।

২। ছবি দেখে প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক. ছবিটি কোন ধরনের পেশাকে নির্দেশ করছে?

খ. নার্স কোথায় কাজ করেন?

৩। নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।
সাহসী, বুদ্ধিমান, সামনে, দৃঢ়, মুক্ত।

৪। ছবি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

ক. ছবিটি কীসের?

খ. এটি কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

উত্তরমালা

১ ▸ ১৩০ পৃষ্ঠার ৫নং দ্রষ্টব্য।
২ ▸ ৯ পৃষ্ঠার 'বলা' অংশের ৩নং দ্রষ্টব্য।
৩ ▸ ১৪৩ পৃষ্ঠার ৬নং দ্রষ্টব্য।
৪ ▸ ১২ পৃষ্ঠার 'বলা' অংশের ২নং দ্রষ্টব্য।

তারিখ : ☐☐☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০২

সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। নিচের শব্দ দিয়ে দুটি করে বাক্য লেখ।
স্মরণ, পদ্ম, আত্মীয়।

২। দলীয় কাজ : দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ম-ফলাযুক্ত বর্ণ দিয়ে পাঁচটি করে শব্দ গঠন কর।

৩। সিগন্যাল বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা লেখ।

৪। ছবি দেখে বাক্য লেখ।

.....

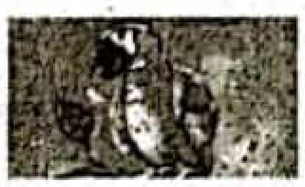

.....

.....

.....

.....

উত্তরমালা

১ ▸ ২১ পৃষ্ঠার পিরিয়ড ১৬-এর ৮নং দ্রষ্টব্য।
২ ▸ ২৪ পৃষ্ঠার ১০নং দ্রষ্টব্য।
৩ ▸ ২৭ পৃষ্ঠার পিরিয়ড ২১-এর ৩নং দ্রষ্টব্য।
৪ ▸ ৮৩ পৃষ্ঠার অনুশীলনীর ৯নং দ্রষ্টব্য।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৩

তারিখ : ☐☐☐ সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। ছবি দেখে ইচ্ছেমতো তিনটি বাক্য লেখ।

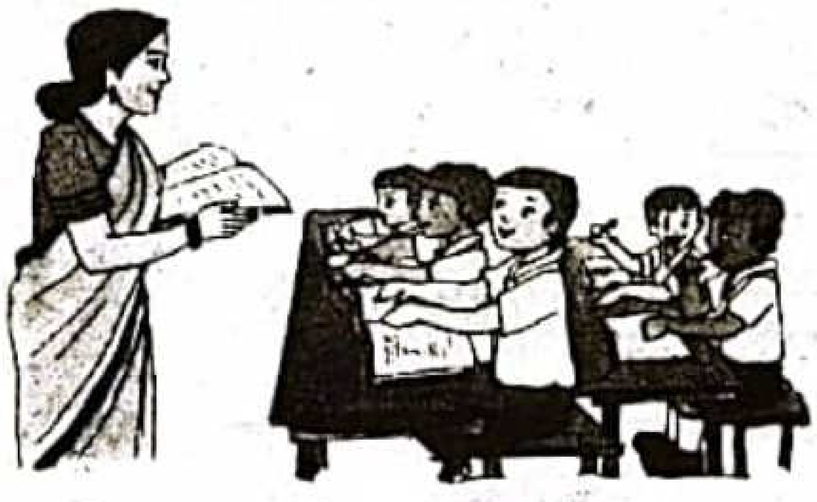

২। পাঁচটি পাখি ও পাঁচটি মাছের নাম লেখ।

৩। নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখ।
উৎসব, জাতি, নববর্ষ, শোভাযাত্রা, রীতি।

৪। নিচের শব্দগুলোর প্রমিত উচ্চারণ লেখ।
অন্ধকার, রাঙা, প্রীতিডোর।

উত্তরমালা

১ ▶ ১৫৩ পৃষ্ঠার ৭ নং দ্রষ্টব্য
২ ▶ ৮২ পৃষ্ঠার ৮নং দ্রষ্টব্য।
৩ ▶ ৯১ পৃষ্ঠার পিরিয়ড ৭৭-এর ১৫নং দ্রষ্টব্য।
৪ ▶ ১০৩ পৃষ্ঠার পিরিয়ড ৮৬-এর ৮নং দ্রষ্টব্য।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৪

তারিখ : ☐☐☐ সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। ছবি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. ছবির মানুষগুলো কী করছে?
খ. এই যুদ্ধের নাম কী?

২। নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখ।
রাজার দরবার, সিপাই, গুজব, রটানো, চাবুক।

৩। নিচের যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে লেখ।
পাকিস্তান, পোস্টার, পরিকল্পনা।

৪। নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।
ধনী, অল্প, কষ্ট, দয়ালু, ভালোবাসা।

উত্তরমালা

১ ▶ ১৬০ পৃষ্ঠার পিরিয়ড ১৩২-এর ২২নং দ্রষ্টব্য।
২ ▶ ৩৬ পৃষ্ঠার ১নং দ্রষ্টব্য।
৩ ▶ ৯৫ পৃষ্ঠার ২নং দ্রষ্টব্য।
৪ ▶ ১৩০ পৃষ্ঠার ৬নং দ্রষ্টব্য।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৫

তারিখ : ☐☐☐ সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। নিচের শব্দগুলোর প্রমিত উচ্চারণ লেখ।
নতুন, স্কুল, তৃতীয়, বন্ধু, শ্রেণি।

২। নিচের শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

পিলপিল	কক কক	হেঁইও হেঁইও	ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ

ক. পিঁপড়া —— করে রাজার দরবারে গেল।
খ. মুরগি —— করতে করতে এলো।
গ. ব্যাঙ বলল ——।

৩। ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছ?

৪। সবাই মিলে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার একটি পরিকল্পনা তৈরি কর।

উত্তরমালা

১ ▶ ৪ পৃষ্ঠার পিরিয়ড ১-এর ২নং দ্রষ্টব্য।
২ ▶ ৩৬ পৃষ্ঠার ২নং দ্রষ্টব্য।
৩ ▶ ৯৬ পৃষ্ঠার পিরিয়ড ৭৮-এর ১নং দ্রষ্টব্য।
৪ ▶ ৫০ পৃষ্ঠার অনুশীলনীর ৬নং দ্রষ্টব্য।